স্কুল-কলেজ, প্রীতি-সম্মিলনীতে, পূজার ছুটিতে, সরস্বতী পূজায় ছেলেদের
অভিনয়ের উপযোগী স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত নাটক



[স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত শিশু-নাটক]

হীরের আংটী, রংচং, দুর্গমের বিভীষিকা প্রভৃতি পুস্তক-প্রণেতা

প্রভাস ঘোষ

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

সেপ্টেম্বর
১৯৪৯

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১·০০


উপহার

পরিচয়—

দ্রোণাচার্য্য	...	গুরু
ভীম, অর্জ্জুন, সহদেব	...	পাণ্ডব শিষ্যগণ
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন	...	কুরু শিষ্যগণ
একলব্য	...	নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র
বসন্ত	...	একলব্যের বন্ধু

পথিক, হরি, কিষণ, বিষণ ও নিষাদবালকগণ।

পরিচালকদের প্রতি সঙ্কেতঃ—

পরিচয়-পৃষ্ঠা থেকে বুঝা যায়—

১। শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় আর অস্পৃশ্য অশিক্ষিত দলের দ্বন্দ্ব।

২। দৃশ্য-সমাবেশ—রাজ-অট্টালিকা, শিক্ষালয় আর বন, বনপথ।

৩। পোষাকেও আর্য্য-অনার্য্যের ব্যবধান।

গুরুদক্ষিণা

—ঃ০ঃ—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বনপথ। সময়—সন্ধ্যা।

[গাহিতে-গাহিতে চন্দরের প্রবেশ ও প্রস্থান]

গান— বনের বুকে আঁধার নামে
মন-বেদীতে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখা।
সূর্য্য গেল অস্তাচলে
এবার তোরা তারায়-ছাওয়া আকাশ পানে তাকা।
কাঠুরিয়া ফিরছে ঘরে,
সারা অঙ্গে ঘর্ম্ম ঝরে,
তার ক্ষুধার অন্ন রাখরে ভ'রে
ভুলিস্ নারে—ওরাই যে তোর জীবন-পথের সখা।
ওদের সুখ কেড়ে যে করবে জমা
তাদের পাপের নাইরে ক্ষমা,
চিত্রগুপ্তের খাতার পাতায় সে-সব লিখন লেখা।

[বোঝা মাথায় একজন কাঠুরিয়ার প্রবেশ ও প্রস্থান]

[হরির প্রবেশ]

হরি—আর পারি না! এখানে বোঝাটা রেখে খানিকক্ষণ একটু বিশ্রাম করি। (কাঠের বোঝা রাখিয়া) আর-সব ছেলেরা কেমন খেলিয়ে বেড়ায়, কেমন অস্ত্র শিক্ষা করে, কেমন বেদ পাঠ করে, আর—আমরা? কেবল বোঝা বইতেই আমাদের জন্ম। কে, আমাদের চন্দর যাচ্ছে না!—তাই ত'। ও চন্দর! ও চন্দর! এ ধারে—এ ধারে—

[চন্দরের প্রবেশ]

চন্দর—যেন ডাকাত পড়েছে। অত হাঁকাহাঁকি করিস্ কেন? যাচ্ছিলুম একটা শুভ কাজে, অমনি পেছু ডাকা হ'লো!

হরি—আমি ত' অত-শত জানি না—তাই ডেকেছি। কাঠের বোঝা আর বইতে পারছিলুম না ব'লে, এখানে এই খানিকক্ষণ বিশ্রাম করছিলুম। তোমায় দেখ্‌তে পেলুম, তাই ভাব্‌লুম ব'সে একটু গল্প করি। তাই ডাকলুম। দাঁড়াও না একটু!

চন্দর—দ্যাখ হরি, তুই ত' কিছু শিক্ষা করলি নি, কেবল কাঠ বইতেই শিখেছিস্! তা—তোর কাছে আর কি গল্প করবো বল।

হরি—তুমি আবার কি গল্প কর্‌বে? এই সেদিন হস্তিনা-পুরে ঘুরে এলে—তোমার বাবার সঙ্গে, নয়? সে-দেশের হাতীর গল্পই দু' একটা বল, শুনি।

চন্দর—তুই একটা হস্তিমূর্খ!—হস্তিনাপুরে হাতী পাওয়া যায় না, মানুষ পাওয়া যায় রে গাধা!

হরি—তবে তার গল্পই বল !

চন্দর—গল্প না শুনে ছাড়বি না দেখছি !—তবে একটা ভারী জবর গল্প বলি—শোন। একদিন বাবা আর আমি যাচ্ছি—রাজ-উদ্যানের ধার দিয়ে যাচ্ছি, দেখলুম—একটা ভারি আশ্চর্য্য জিনিষ !

হরি—কি ভাই—বল না।

চন্দর—ভারি-ই আশ্চর্য্য জিনিষ !

হরি—কি ভাই—বল না।

চন্দর—ভারি-ই আশ্চর্য্য জিনিষ !

হরি—তবে যা ! কি তার নাম নেই ? ভারি-ই আশ্চর্য্য জিনিষ !—ভারি আশ্চর্য্য জিনিষ !

চন্দর—ভারি-ই আশ্চর্য্য জিনিষ ! একটা মানুষ-হাতী।

হরি—সে আবার কি !

চন্দর--এক রাজপুত্র—হাতীর মতনই—এ-ই গোব্দা।

হরি—শুঁড় আছে ?

চন্দর—শুন্ছিস্ মানুষ, রাজপুত্র !—শুঁড় আছে ! বাবাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলুম। বাবা বল্লেন, দ্বিতীয় পাণ্ডব—ভীমসেন।

হরি—ভীমসেন ! সে কি করছিল ?—এই···তাঁরা কি করছিলেন ?

চন্দর—তাঁরা ক'ভায়ে মিলে গুলিকা খেলছিলেন।

হরি—হ্যাঁ! ভাই, ভীম উবু হয়ে বস্‌তে পারেন?

চন্দর—কথার মাঝে কথা কওয়া ভাল না, শোন বল্‌ছি—তারপর, গুলিকা খেলতে-খেলতে ত' সেটা একটা পাশের কূপে প'ড়ে গেল। রাজপুত্রেরা তখন কি করে? কূপ থেকে তোলবার কত চেষ্টা করলে। কেউ বল্‌ল—দড়ি দিয়ে তোল! কেউ বল্‌ল—অন্য উপায় দেখ। কেউ বল্‌ল—ভীমকে জলে নাবিয়ে দাও, তাহ'লে কূপের জল কানায়-কানায় উঠে আসবে, হয়ত এতে গুলিকা পাওয়া গেলেও যেতে পারে!—কিন্তু বহুক্ষণ গেল—কেউই পারলে না। সবাই মুখ বিমর্ষ ক'রে রইল।

হরি—তারপর?

চন্দর—তারপর?—তারপর একজন সন্ন্যাসীর মত পুরুষ এলেন সেখানে, সঙ্গে তাঁর একমাত্র ছেলে। তিনি রাজপুত্রদের এমন বিপদ দেখে বললেন, আমি তোমাদের গুলিকা কুড়িয়ে দিতে পারি। এমন কি, আমার এই আংটি দেখ্‌চো, তাও ঐ কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে আবার তুল্‌তে পারি। আমার এমনি অস্ত্র শিক্ষা আছে। এই-না ব'লে—তিনি তখুনি তাঁর সেই আংটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সেই কূপে। আমি আর বাবা অবাক্ হয়ে রইলুম!—কি হবে এবার!

হরি—তারপর?

চন্দর—সন্ধ্যা হয়ে এলো···এখুনি অন্ধকার হয়ে আস্‌বে। চল্‌লুম এখন।

হরি—(সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া) তারপর ?—হোক্‌গে সন্ধ্যে। বল ভাই।—এসো ভাই, ব'লে যাও,—তারপর ?

চন্দর—(ফিরিয়া আসিয়া) তারপর—রাজকুমাররা বল্‌লেন, তুলুন দেখি আপনি কেমন তুলতে পারেন ?

হরি—তারপর—আবার চলে যাচ্ছ। বল না ভাই !

চন্দর—(ফিরিয়া আসিয়া) তারপর ?—তিনি বল্‌লেন, তোমরা ক্ষত্রিয়, রাজার ছেলে—এমন অস্ত্র শেখোনি যে ওটা তুলে আনতে পার ? সবাই হেঁটমাথা।—না ভাই, বড় দেরী হয়ে গেল, যাই।

হরি—তারপর ?—আবার—

চন্দর—তারপর ?—তিনি বল্‌লেন—শিক্ষার বলে কি না হয় ?—আমি এমন অস্ত্র শিক্ষা করেছি যে, তার সাহায্যে আমি তুলে দেবই। ব'লে—তিনি তাদের ঈষীকা আন্‌তে বল্‌লেন ! তারা এনে দিলে। তিনি সেই ঈষীকা না-নিয়ে নিজের···না ভাই, বড্ড অন্ধকার হ'য়ে এলো। চল্‌লুম। আর না—এখুনি বাঘে ধরবে !

হরি—(তাহার বস্ত্র ধরিয়া) তারপর কি হ'লো ! ব'লে যাও ভাই !—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। ঈষীকা কি ?

চন্দর—(বস্ত্র ছাড়াইয়া গমনোদ্যত) দ্যুৎ—চল্‌লুম।

[একলব্যের প্রবেশ]

একলব্য—তারপর ! কোথায় যাবে ?—এ বনের যত

জীবজন্তু আছে—আমার এই তীরের সাম্‌নে কেউ অগ্রসর হতে পার্‌বে না। তুমি নিশ্চিন্তে বলো—তারপর কি হ'লো? আমি শুন্‌তে চাই। ভয় পেয়ো না ভাই। বল, তারপর?

চন্দর—(কম্পিত স্বরে) তারপর? ঈষীকা অস্ত্র। তিনি সেই ঈষীকাস্ত্র-কৌশলে গুলিকা আর আংটি কূপ হতে তুল্‌লেন, রাজপুত্রেরা তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। তিনি বল্‌লেন, আশ্চর্য্য হয়ো না পুত্রগণ! তোমাদের উচ্চাশা, অধ্যবসায় আর মনোযোগ থাক্‌লে তোমরাও অস্ত্র শিক্ষার এমন সকল কৌশল শিক্ষা করতে পার্‌বে।

হরি—তারপর? শুনেছ, দেখনি, যা বললে?

চন্দর—না। তার পরের দিন তাঁকে কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্র-শিক্ষার গুরুর পদে বরণ করা হ'লো,—শুনেছি।

একলব্য—শুন্‌লে, খুব অস্ত্রশিক্ষা-বিশারদ ছিলেন তিনি?

চন্দর—শুনেছি কোন ক্ষত্রিয়ও নাকি অস্ত্র-শিক্ষায় তাঁর মত দক্ষ ছিলেন না। তিনি গুরুর পদে অভিষিক্ত হয়েই নাকি প্রতিজ্ঞা করেছেন—কুরু-পাণ্ডব সকল রাজপুত্রদের তিনি যথার্থ ক্ষত্রিয় ক'রে তুলবেন। এখন তিনি হস্তিনাপুরেই আছেন। আর কি 'তারপর' আছে? আমি যেতে পারি কি?

একলব্য—যাও ভাই। (তাদের সভয়ে প্রস্থান) ক্ষত্রিয়ই মানুষ! তারাই মানুষ হবে! আমি প্রতিজ্ঞা করলুম—আমিও ক্ষত্রিয় হবো। দেখি নিষাদপুত্র, তোমার রক্তের শক্তি কত!

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—বন। সময়—সকাল।

[নিষাদ-বালকগণের গান করিতে-করিতে প্রবেশ]

গান—আজ—আয় তোরা কে খেলতে যাবি বনে।
মোরা—মানুষ হয়ে খেলি পশুর সনে।
লুকিয়ে সেথা পাতবো ফাঁদ, ধরবো মোরা শূন্যের চাঁদ;
কিরণটুকু বিলিয়ে দিয়ে—
কলঙ্ক তার নেব সরল প্রাণে।
যদি কেউ পাগল বলে, ফুলের মালা দেব গলে।
বল্‌বো মোরা—বুনো মানুষ, বুনো খেলা খেলি সবার সনে।

বসন্ত—একলব্য আজ যে এখনও এলো না? অনেক বেলা হ'লো।

কিষণ—আর অপেক্ষা করা চলে না।

বসন্ত—অপেক্ষা না করলে চলবে কেন? সে না এলে ত' —ঐ দূর বনে যাওয়াও যাবে না। যত গানই গাই, যত সাহসের বড়াই দেখাই, ওর মত আমাদের সাহস ত' আর নেই। এটা ত' ঠিক কথা; অতএব ও না এলে যাওয়া হবে না।

কিষণ—তবে ডাক তাকে।

বসন্ত—তোমরা না ডাক, আমাকেই ডাকতে হবে। [প্রস্থান

কিষণ—একলব্য না হ'লে ওর এক দণ্ড চলে না। ভারি

বন্ধুত্ব। ভারি ভাব! কিরে বিষণ, তুই আমার সঙ্গে একা এই ধিংড়া বনে যেতে সাহস করিস না?

বিষণ—না।

কিষণ—কেন?

বিষণ—কেন আবার! সেদিন তীরটা ত্যাগ ক'রে মহিষটাকে মারলে, লাগলো একটা কচুগাছের পাতায়। আর একটু হ'লে মহিষের শিংয়ের খোঁচায় প্রাণটা গেছ্‌লো আর কি! ভাগ্যিস্‌ একলব্য ছিল, তাইত সে যাত্রা বেঁচে ফিরে এলুম, নিজের বাসায়।

[বসন্ত ও একলব্যের প্রবেশ]

বসন্ত—তুমি যাবে না, ধিংড়া বনে আমাদের সঙ্গে?

একলব্য—না, আর অকারণে নিরীহ পশু-পক্ষীগুলোর প্রাণ নাশ করবো না। এবার অস্ত্র শিক্ষা করবো দু'টি কারণে। প্রথম—অত্যাচারীর দমন। দ্বিতীয়—আশ্রিতের রক্ষণ। এবার হতে—আমি আর ব্যাধ ব'লে নিজেকে পরিচয় দিতে চাই না—নিজেকে মানুষ ব'লে পরিচয় দিতে চাই।

বসন্ত—আমাদের ছেড়ে যাবে?

একলব্য—তা হয়ত হবে। মতে না মিললেই ছেড়ে যেতে হবে।

বসন্ত—পারবে বন্ধু?—ছেড়ে যেতে পারবে?

একলব্য—তা জানি না, তবে পারতে হবে জানি। আমি মানুষ হতে চাই। যারা অস্ত্র ধরতে জানে না, যারা কারুর

অনিষ্ট করে না—তাদের অকারণে মেরে আমি আমার শক্তি ও পুণ্য ক্ষয় করবার আর ইচ্ছা করি না, আমায় মাপ কর বন্ধু। আমি আজ আসি।

বসন্ত—কোথায় যাবে ?

একলব্য—হস্তিনাপুরে কুরু-পাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা-গুরু দ্রোণাচার্য্যের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করতে যাবো।

কিষণ—তিনি নিষাদকে শিক্ষা দেবেন কেন ?

একলব্য—তা ত' জানি না। গত-কাল তাঁকেই আমি মনে-মনে গুরুর পদে অভিষিক্ত করেছি। ফিরিয়ে দেন ত' এখানে আর ব্যাধের বেশে ফিরবো না। মানুষ হয়ে তবে ফিরবো। আসি। আলিঙ্গন দাও বন্ধু !

বসন্ত—বন্ধু !

একলব্য—ছিঃ, শুভ কাজে, শুভ বাসনায় বাধা দিও না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তোমার ব্যাধ-বন্ধু সত্যকার মানুষ হয়ে তোমাদের মধ্যে ফিরে আসতে পারে ; যেন, সবাই জানতে পারে, বুঝতে পারে, ব্যাধের রক্তে আর অন্য কোন মানুষের রক্তে কোন প্রভেদ নেই। [প্রস্থান

কিষণ—ব্যাধের ছেলের আস্পর্দ্ধার কথা শুনে লোকে যা হাস্‌বে—তাই-ই আমি ভাব্‌চি আর হাসচি।

বসন্ত—তোমায় ভেবে আর হাস্‌তে হবে না ! চুপ কর।

কিষণ—রাগ যে বড় দেখ্‌চি ; আর তা ব'লে বন্ধুকে মিলবে

না, সে মানুষ হ'লে তোমায় ব্যাধ ব'লে আর চিনতেও পারবে মনে। মনে থাকে যেন, এমনি হয়।

বসন্ত—তা না পারুক। আমি ত' তাকে চিনতে পারবো মানুষ ব'লে, এই আমার সান্ত্বনা।

কিষণ—ঐ আমোদেই থাক।

বসন্ত—না হ'লে আর কি নিয়ে থাকি। যা, আজ তোরাই বনে যা। আমি ফিরি—কি জানি, বন্ধুর ভাগ্যে কি আছে—কত লাঞ্ছনা! [প্রস্থান

বিষণ—কি, তোমরা যাবে, না, ফিরবে ?

সকলে—যাবে—যাবো— [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—অস্ত্র-শিক্ষালয়। সময়—দুপুর।

[দুর্য্যোধন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেবাদি সকলে আপন-আপন অস্ত্রশিক্ষা অভ্যাস করিতেছে—গুরু দ্রোণাচার্য্য প্রবেশ করিলেন]

দ্রোণ—তোমাদের শিক্ষার উৎসাহ দেখে আমি সত্যই প্রীত হয়েছি। আমাকে যেদিন তোমরা গুরুত্বে বরণ করেছ, সেইদিন হ'তে আমি মনে-মনে সঙ্কল্প করেছি যে, তোমাদের যথার্থ ক্ষত্রিয় ক'রে তুলবো। অস্ত্রে-শস্ত্রে আমার যত জ্ঞান আছে, তা আমি নিঃশেষ ক'রে দেবার চেষ্টা করবো। তোমরাও তা হৃষ্টচিত্তে নিতে—ভক্তিভরে নিতে কুণ্ঠিত হয়ো না।

দুর্য্যোধন—কখনই না, আমি শপথ করচি গুরুদেব, আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন করতে কখনও কুণ্ঠিত হবো না।

দ্রোণ—প্রীত হলাম বৎস! উপযুক্ত ছাত্র হতে হ'লে, কোন বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করতে হ'লে—অধ্যবসায়, অভ্যাস, অনুশীলন, চেষ্টা, ঐকান্তিক ইচ্ছা আর গুরুদেবের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকার প্রয়োজন।

অর্জ্জুন—আচার্য্য! ওসকল বিষয়ে কোনদিন কোন অভাব বোধ আমি করবো না—এই আমার ধারণা।

দ্রোণ—উত্তম, সাধু বৎস! তোমাদের অনুরাগের পরেই শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করচে!

[শিক্ষালয়ের দ্বারের কাছে, দ্রোণের নয়নান্তরালে একলব্য আসিয়া দাঁড়াইয়া গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল]

সকলে—আমাদের অনুরাগ যথেষ্ট আছে আচার্য্যদেব!

দ্রোণ—শুধু অনুরাগ থাক্‌লেই হবে না; ভক্তি-শ্রদ্ধাও চাই।

সকলে—আপনার পরে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাদের অচল-অটল থাকবে।

দ্রোণ—শুনে সুখী হলাম। বৎসগণ, কিন্তু সর্ব্বোপরি একটি কাজ করতে হবে—সেটি হচ্ছে, গুরুদক্ষিণা। সকল কার্য্যে সুফল পেতে হ'লে দক্ষিণার প্রয়োজন। না হ'লে বিদ্যা সফল হবে না। যে যেমন প্রকারে পারবে, দক্ষিণা দেবে। শুনে রাখ, দক্ষিণা না দিলে জগতে চিরকাল ঋণী হয়ে থাক্‌তে হয় শিষ্যদের।

দুর্য্যোধন—দক্ষিণা দিতেও আমরা সদাই প্রস্তুত।

দ্রোণ—তাহ'লে শপথ কর—অঙ্গীকার কর তোমাদের আচার্য্যের কাছে যে, তোমরা উত্তমরূপে অস্ত্র শিক্ষা করলে, আমার একটি অভিলাষ আছে তা পূর্ণ করবে?

দুর্য্যোধন—কি অভিলাষ, আচার্য্যদেব?

দ্রোণ—অভিলাষ না শুনেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

দুর্য্যোধন—তা পারা কঠিন!

দ্রোণ—তোমরা ক্ষত্রিয়, তোমাদের নিকট হতে—কঠিন কার্য্য সুসম্পন্ন করারই আশা রাখি। কে আছে সাহসী, কে আছে বিশ্বাসী, যে কেবল আমার মুখের কথাতেই আপনাকে গুরুদক্ষিণার জন্য বলি দিতে পারে?—গুরুদক্ষিণা এমনিই?

অর্জ্জুন—আমি পারি গুরুদেব। এই মুহূর্ত্তে সে কার্য্যে—তা সে যত কঠিন হোক, তা সে যত নির্ম্মমই হোক, আমি ব্রতী হব। কেবল শিরোপরে থাক্‌বে আপনার আদেশ, অন্তরে থাক্‌বে গুরুর প্রতি ভক্তি, আচার্য্যের প্রতি বিশ্বাস। (পদ স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার)

দ্রোণ—অর্জ্জুন! তৃতীয় পাণ্ডব! তুমিই আমার প্রিয় শিষ্য।

[বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন দান]

অর্জ্জুন! তুমি যথার্থ ক্ষত্রিয় ব'লেই এরূপ ক'রে নিজেকে গুরুর ইচ্ছায় বলি দিতে অঙ্গীকার করলে। পৃথিবীতে আর কেউ

এমন ক'রে গুরুর পায়ে বিনা প্রশ্নে নিজেকে বিসর্জ্জন করতে বোধ হয় পারে না।

[একলব্যের প্রবেশ]

একলব্য—পারে আচার্য্য! আমি জানি, পৃথিবীতে অন্তত আর-একজনও বেঁচে আছে, সে পারে। কিন্তু সে ক্ষত্রিয় নয় আচার্য্য! [প্রণাম]

[সকলে সচকিত হইয়া উঠিল]

দ্রোণ—কে সে?

একলব্য—আমি! একলব্য! নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র।

দ্রোণ—কি সংবাদ নিয়ে এসেছ?

একলব্য—সংবাদ নিয়ে এসেছি, বিশ্বে আর-একজনও আছে, যাকে অস্ত্র শিক্ষা দিলে সে গুরুপদে দক্ষিণা-স্বরূপ সব দিতে পারে—বিনা প্রশ্নে—নির্ব্বিকারে—অম্লানবদনে। পরীক্ষা প্রার্থনা করি গুরুদেব! কৈ গুরুদেব? আপনার স্নেহ-স্পর্শ আলিঙ্গন! স্নেহ-সম্ভাষণ! তাও নয়?

দ্রোণ—তুমি নিষাদপুত্র।

একলব্য—তা জানি আচার্য্যদেব, সে আমার কর্ম্মদোষ নয়!

দ্রোণ—তুমি অস্ত্র-শিক্ষার অভিলাষ ক'রে এসেছ?

একলব্য—হাঁ আচার্য্যদেব! আপনার খ্যাতি শুনে আপনাকে মনে-প্রাণে গুরুত্বে বরণ ক'রে এখানে এসেছি। অভিলাষ পূর্ণ করুন। আমাকে আপনার শিষ্যত্বে বরণ করুন। আমার আশা পূর্ণ হোক আচার্য্যদেব!

দ্রোণ—স্পর্দ্ধা নিষাদের! তুমি চাও, ক্ষত্রিয়ের মত অস্ত্র-শিক্ষা করতে? এ কল্পনা তোমাকে কে দিয়েছে?

একলব্য—আমার অন্তর্য্যামী দিয়েছেন।

দ্রোণ—এ অভিলাষ তোমার পূরণ হবে না।

একলব্য—হবে না, আচার্য্য?

দ্রোণ—আমাকে আচার্য্য বলবার বাসনা রেখো না।

একলব্য—কেন দেব! আমি কেবল নিষাদপুত্র ব'লে? শুধু আমি নিষাদপুত্র ব'লে, আমাকে দেবার কি কিছুই নেই আপনার অন্তরে? তা সত্য নয়।

দ্রোণ—দেবার আছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের নিষাদকে দেবার আছে শুধু দয়া—অনুগ্রহ—ভিক্ষা!

একলব্য—শুধু এইটুকু গুরুদেব! শিক্ষা নয়?

দ্রোণ—আবার গুরুদেব?

একলব্য—ক্ষমা করুন আমায়। প্রাণে-প্রাণে আপনাকে গুরুর পদে বরণ করেছি, তাই মুখে সত্য কথা বে'র হ'য়ে পড়ে,—অন্তত এইটুকুর স্পর্দ্ধা আমায় দিন।

দ্রোণ—নিষাদের স্পর্দ্ধা করবার কিছুই নেই। তুমি ক্ষত্রিয়ের আলয় হতে ফিরে যাও নিষাদ!

ভীম—তবুও দাঁড়িয়ে রইলে?

সহদেব—যাও ভাই, গুরুদেবের আজ্ঞা—যাও।

একলব্য—কোন গুরুরই আজ্ঞা হতে পারে না, শিক্ষার্থীকে

বিমুখ করা। উনি আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করছেন—একবার আমার অধ্যবসায় পরীক্ষা করবেন।

ভীম—আচ্ছা বিপদে ফেল্‌লে ত'…যাও! স্পর্দ্ধা ত' কম নয়! এখনও দাঁড়িয়ে আছ এখানে?

একলব্য—যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে একটা স্পর্দ্ধা ক'রে যাই গুরুদেব! নিষাদের ঘরে আমার জন্ম ব'লে আপনার হয়ত আমাকে কিছু শিক্ষা না-দেবার থাক্‌তে পারে: কিন্তু শেষ কথা ব'লে যাই, আপনাকেই গুরুর পদে বরণ ক'রে নিজ অধ্যবসায়—নিজ সত্যনিষ্ঠার বলে আমি আশা রাখি, ক্ষত্রিয়েরও বড় হবো একদিন!

অর্জ্জুন—ক্ষান্ত হও নিষাদপুত্র!

একলব্য—তখন আপনার যে-কোন অভিলাষ পূরণ করবার জন্যে আপনাকে না-দেবার আমার কিছুইথাক্‌বে না; যিনি আজ জন্ম-অপরাধে আমায় ত্যাগ করলেন—আজ শপথ করছি, তাঁরই মঙ্গলের জন্য আমি অনায়াসে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দেব; সেদিন শিষ্য ব'লে গ্রহণ করতে আপনার ঐ অনুদার-বক্ষ প্রস্তুত রাখতে হবে। যাই। (আবার ফিরিয়া আসিয়া) যাবার সময় বলি—গুরুদেব! আজ আমি ক্ষত্রিয় নয়, নিষাদও নয়—আমি মানুষ। আর সেই হবে আমার সত্য পরিচয় গুরুদেব সেদিনের।

(প্রণাম)

[একলব্যের বেগে প্রস্থান। সকলে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল]

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বনপথ।   সময়—রাত্রি।

[বসন্ত একটি শিলাতলে বসিয়া ভাবিতেছে এবং একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া আছে। একলব্যের প্রবেশ]

একলব্য—কে, বসন্ত! এখানে একলা ব'সে কেন ভাই?

বসন্ত—তোমার আসার পথ চেয়ে ব'সে আছি।

একলব্য—এখন ত তোমার খুব সাহস হয়েছে! এমন বাঘ-ভাল্লুকে-ভরা পথে একলা ব'সে আছ!

বসন্ত—আছি। তুমি আস্‌বে ব'লে ব'সে আছি।

একলব্য—ভয় করে না একা?

বসন্ত—করে, তবে তেমন করে না। তোমার কাছে থেকে সাহস শিক্ষা করেছি যে। বন্ধু! তোমার মুখ অত শুষ্ক কেন? তাঁরা তোমায় শিক্ষা দিতে চাইলেন না নিশ্চয়ই?

একলব্য—না, চাইলেন না।

বসন্ত—অপরাধ?

একলব্য—অপরাধ, আমি নিষাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি।

বসন্ত—আমিও ঠিক অনুমান করেছি যে, তাঁরা তোমায় নিশ্চয়ই অপমান করেছেন। কি করবে বলো, যেখানে তোমার এ-জন্ম, শাস্তি তোমায় সেখানে পেতেই হবে। বনের বাঘ

ভাল্লুকরা নির্ব্বিচারে হত্যা করে ব'লে মানুষ তাকে পশু বলে ; কিন্তু মানুষ অবিচারে মানুষকে এমনভাবে হত্যা করে, তবুও তাকে সবাই মানুষ বলে—এই যা তফাৎ।

একলব্য—সত্য বলেছ বসন্ত, এই যা তফাৎ। এই তোমার সাহস হয়েছে ? তাই এখানে বসে আছ।

বসন্ত—এখন চলো, ফিরে যাই নিজের গৃহে, আমরা তোমায় বড় ক'রে রাখবো। আমরা নিষাদ-ই থাকবো।

একলব্য—ফিরে যাবো গভীর বনে, কারুর এতটুকু ক্ষতি করবো না। নিজের গৃহে আর নয়। মা'র কাছে আর পিতার কাছে বিদায় নিয়ে বনে যাবো।

বসন্ত—সেকি কথা ! সেখানে কি করবে একলা ?

একলব্য—সেখানে অস্ত্র-শিক্ষা করবো।

বসন্ত—একা শিক্ষা করবে ?

একলব্য—একা নয়। সম্মুখে থাক্‌বে আমার গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তি—স্বহস্তে থাক্‌বে ধনুঃশর। আর এই নীচ নিষাদের প্রাণে থাক্‌বে বিশ্বাস আর শিক্ষায় একাগ্রতা। পরীক্ষা করতে চাই, নিষাদ—মানুষ কি না।

বসন্ত—তারপর ?

একলব্য—তারপর আমার সাধনা চল্‌বে। মনে-প্রাণে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি মানুষ হবো। বিশ্ববাসী আমাকে চিনবে একলব্য ব'লে—নিষাদ ব'লে নয়।

বসন্ত—আমাকে সঙ্গে নেবে ভাই? আমার—তোমার মত সাহস নেই, তোমার মত বাসনাও নেই। আছে মাত্র—তোমায় ভালবাসবার প্রবল ইচ্ছা। এই জোরেই বলছি তোমার সঙ্গে যাবো।

একলব্য—সে যে কঠোর সাধনা। বন্ধু, তুমি কি—

বসন্ত—তুমি বড় হবার সাধনা করবে, তোমার হবে কঠিন কাজ; আমি তোমার সেবা করবো; আমি বনের ফলমূল আহরণ ক'রে দেব; তৃষ্ণায় বারি এনে দেব; আমার হবে সোজা কাজ।

একলব্য—এত ভালবাস আমায়! বন্ধু, তুমিই কেবল আমার হৃদয়ের গোপন সংবাদ পাবে, এসো আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না। এতক্ষণ ক্ষত্রিয়দের কঠোর ব্যবহারে আমার প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠেছিল; এসো ভাই! যে-আলিঙ্গন আমি আশা করেছিলুম আচার্য্যদেবের কাছে, সে-বেদনাভরা বুকে আজ তোমার স্পর্শ—সুধার পরশ আনুক!

(আলিঙ্গন প্রদান)

বসন্ত—চলো, মা'র কাছে বিদায় নিতে যাবে চলো।

একলব্য—মাতৃপদ পূজা ভিন্ন আমাদের মত শিশুদের আর এমন কি আশ্রয় আছে, বন্ধু! তিনিও তোমার মত পথ চেয়ে অপেক্ষায় আছেন!

বসন্ত—চলো। সার্থক আমার জন্ম!

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মল্লভূমি। সময়—সন্ধ্যা।

[দূরে যুদ্ধের বাজনা বাজিতেছে। বেদীমঞ্চে দ্রোণাচার্য্য বসিয়া রহিয়াছেন। একধারে ভীম ও দুর্য্যোধন গদা ঘুরাইতেছে। তাহার কিছু দূরে সহদেব-নকুল অসিক্রীড়া করিতেছে। অপরদিকে অপরাপর রাজপুত্রেরা আপন-আপন শিক্ষার অনুশীলন করিতেছে।]

অর্জ্জুন—(প্রবেশ করিয়া) গুরুদেব, আশ্চর্য্য সংবাদ! কাল রাত্রে আমি অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করেছি।

দুর্য্যোধন—থাম্‌লে কেন? ও শুনে কি হবে। গুরুদেবের প্রিয় শিষ্য তৃতীয় পাণ্ডব—শিক্ষার গুপ্ত কথা হ'চ্ছে, আমরা শোনবার অধিকারী নই।

ভীম—ছিঃ দুর্য্যোধন! অমন কথা মুখে এনো না। গুরু শিক্ষার বিষয়ে নিরপেক্ষ।

দুর্য্যোধন—বৃথা তর্কে কাজ নেই। আমার ধারণা যাবে না।

দ্রোণ—কি জ্ঞান লাভ করলে অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন—আশ্চর্য্য গুরুদেব! কাল রাত্রে আহারে বসেছি—এক দম্‌কা বাতাসে আহারের সামনের আলো নিভে গেল।

দ্রোণ—(আগ্রহে) তারপর?

অর্জ্জুন—তারপর, সেই অন্ধকারেও আমার হাত অন্ন-

সমেত ঠিক মুখগহ্বরে এমনি উঠ্‌ছিলো ! আমি আলোকে যেমন আহার করছিলুম—সেই অন্ধকারেও সেইরূপ আহার করতে লাগলুম।

দ্রোণ—তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে বৎস ? তা হ'তে কি অনুমান করেছ ?

অর্জ্জুন—তা হ'তে শিখেছি, একটা শিক্ষা অবিরত অভ্যাসের ফলে এমন সহজ আয়ত্তাধীন হ'য়ে যায় যে, তখন তা নিজ প্রকৃতির অভ্যাস বলেই মনে হয়। সে-কাজ করতে বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ ত' হয়ই না ; উপরন্তু কঠিন বলেও মনে হয় না।

দ্রোণ—অভ্যাসে সকল বিষয়ই সহজ হয় বটে, কিন্তু তোমার এতে কি প্রয়োজন হবে ?

অর্জ্জুন—আপনি আমার গুরুদেব। যা শিক্ষা দেবেন, এক-মনে তা-ই অভ্যাস করবো ; আপনার-দেওয়া পাঠ অভ্যাস দ্বারা আমার শিক্ষাকে সফল ক'রে আনবো।

দ্রোণ—বেশ, শুনে সুখী হলাম। জগতে তুমি অস্ত্র-শিক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে, আজ তোমার ধারণায় তা সূচিত হচ্ছে। তুমি শ্রেষ্ঠ বীর হতে পারবে।

অর্জ্জুন—সে আপনার দয়া, আপনার আশীর্ব্বাদ আচার্য্য !

দ্রোণ—গুরুর আশীর্ব্বাদে সব কার্য্য সফল হয় না ; নিজের অধ্যবসায়, নিজের সাধনাই সর্ব্বপ্রধান সহায়। গুরু সামান্য সাহায্য করেন মাত্র।

দুর্য্যোধন—অর্জ্জুন ছাড়া আমরা কি কেউ গুরুদেবের উপদেশাবলী শুন্‌তে পাই না!—না, শোনবার যোগ্যতা রাখি না!

দ্রোণ—জানি দুর্য্যোধন, তোমরা অনেকে ভাবো আমার সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা কেবল অর্জ্জুনকেই দিয়ে থাকি। আর তোমরা আমার অপ্রিয় শিষ্য, কিন্তু সে-ভাবা সম্পূর্ণ ভুল। গুরু—সকল শিষ্যকেই ভালবাসেন। কিন্তু যে-শিষ্য তাঁর উপদেশ, তাঁর সাধু-আদেশ প্রাণপণ যত্নে পালন করে, তাঁর দেওয়া-শিক্ষা অভ্যাস করে, সে আপন বলেই গুরুর জ্ঞান, স্নেহ ও ভালবাসা বেশী ক'রে কেড়ে নেয়। এ-বিষয় কেবল অভিমান করলে জয় হয় না।

দুর্য্যোধন—তবে কিসে জয় হয়?

দ্রোণ—নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে গুরুকে সন্তুষ্ট করতে হয়, তাঁর ভালবাসা অর্জ্জন করতে হয়।

দুর্য্যোধন—ক্ষমতা দেখাবার ত' আমাদের কাউকে সুযোগ দেননি কোনদিন আচার্য্য!

দ্রোণ—গুরু শিক্ষা দেন। গুরু শিষ্য চেনেন। তথাপি তোমার মনে যে ভাব উদয় হয়েছে, তা নিবারণ করবার ভার তোমাদের উপরই দিচ্ছি,—কি উপায় চাও?

দুর্য্যোধন—আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা চাই পরীক্ষা!

দ্রোণ—উত্তম! এক পক্ষকাল পরে তোমাদের আমি পরীক্ষা নেবো, তোমরা সেজন্য প্রস্তুত হয়ে থেকো।

[প্রস্থান

দুর্য্যোধন—অর্জ্জুন ভাই, আমি অন্যায় বলেছি ?

অর্জ্জুন—তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি ন্যায় কথাই বলছো।

দুর্য্যোধন—আমার মনে যা সত্য ব'লে উদয় হয়েছে তাই আমি অকপটে বলেছি।

ভীম—(গদা ঘুরাইয়া) বেশ বলেছো। তাইত বলি, আমরা কি সব বানের জলে ভেসে এসেছি ?

দুঃশাসন—আমরা যদিও-বা ভেসে আসতে পারি, তোমার ও দেহ নিয়ে তুমি বানের জলেও ডুবে যাবে।

দুর্য্যোধন—এ-কথা আমি শপথ করেও বল্‌তে পারি। তুমিই বলো ভীম।

ভীম—আমি মোটা ব'লে আমায় উপহাস করা,—তবে রে-রে-রে···

[গদা ঘুরাইল। দুঃশাসনের বেগে প্রস্থান। পরে অর্জ্জুন ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিল]

অর্জ্জুন—সকলের অসাক্ষাতে আমি আহার ক'রে এসেছি, মায়ের আজ্ঞা নিয়ে এসেছি, আজ থেকে আমি এই রাত্রের অন্ধকারেও শরশিক্ষা করবো। জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ব'লে পরিচয় দেবো। নারায়ণকে পথের ধ্রুবতারা ক'রে রাখবো।

[শরশিক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। দ্রোণের প্রবেশ]

দ্রোণ—এত গভীর রাতে কার শর-সাধনার শব্দ ! কে এত

রাত্রে—একি ! মল্লক্ষেত্রে একাকী একমনে অর্জ্জুন শরশিক্ষা করচে ? আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ! (স্বগত) দুর্য্যোধন ! জানো আমি কেন এত স্নেহ করি তৃতীয় পাণ্ডবকে ? গুরুর আশা, ভরসা, মান, খ্যাতি সব এই তৃতীয় পাণ্ডব ।

[প্রস্থান । ক্ষণপরে দুর্য্যোধনকে লইয়া প্রবেশ]

দ্রোণ—দুর্য্যোধন ! কি দেখ্‌ছো ? আস্তে উত্তর দাও । অর্জ্জুনের শিক্ষার সাধনার ধ্যানভঙ্গ করো না ।

দুর্য্যোধন—আশ্চর্য্য ! গভীর রাত্রে, অন্ধকারে কি শরশিক্ষা করছে অর্জ্জুন ?

দ্রোণ—রাত্রে আহারের সময় প্রদীপ নিভে গেছলো, তাইতে সেই অন্ধকারেও সে বেশ আহার করতে পেরেছিল । সেই থেকে ও এ-শিক্ষা পেয়েছে । এ-জ্ঞান আমি ওকে দিইনি, ও আপনিই শিখেছে ।

দুর্য্যোধন—আশ্চর্য্য শিক্ষা···রাত্রে নিদ্রা নাই !

দ্রোণ—এখন অনুভব করতে পারছো, কেন অর্জ্জুনকে আমি অত ভালবাসি ? না-ভালবেসে উপায় নেই দুর্য্যোধন, না-ভালবেসে উপায় নেই ।

দুর্য্যোধন—আমায় ক্ষমা করুন গুরুদেব ! আমার অপরাধ হ'য়েছে । তৃতীয় পাণ্ডব, আমার বুকে এসো ভাই । এতদিন তোমায় আমি ঈর্ষা করতুম । আজ তোমার চেয়েও বড় বীর হবার বাসনা আমার প্রাণে জেগে উঠ্‌লো ।

অর্জ্জুন—ধন্য ভাই। (আলিঙ্গন)

দুর্য্যোধন—এমন সাধনা পৃথিবীতে হয় ব'লে আপনার বিশ্বাস হয় গুরুদেব? আমার ত' হয় না! রাত্রি হয়ে গেছে, চলো।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

(পট পরিবর্ত্তন)

স্থান—গভীর বন। সময়—গভীর রাত্রি।

[একলব্য আপন মনে শর নিক্ষেপ করিতেছে। বসন্ত দ্রোণের মূর্ত্তির সম্মুখে নৈবেদ্য সাজাইতেছে]

বসন্ত—কখন নিদ্রা যাবে ভাই? রাত্রি যে গভীর হয়ে এলো! এখনও কি শরশিক্ষা আজকের মত শেষ হ'ল না?

একলব্য—ওঃ, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, না? আচ্ছা দেখ, এই যে আমি তীর ছুঁড়ছি, এটা নিশ্চয়ই সেই আমটায় লাগবে।

বসন্ত—যেটা আমায় সকালে দেখিয়ে রেখেছিলে?

একলব্য—হাঁ, সে-টা।

বসন্ত—এই অন্ধকারে তুমি সেটাকে দেখ্‌তে পাচ্ছ?

একলব্য—না। তা কি কখনও দেখা যায়! (শরনিক্ষেপ) যাও, গিয়ে দেখে এসো।

[বসন্তের প্রস্থান এবং ক্ষণপরে তীরবিদ্ধ আমটি লইয়া প্রবেশ]

বসন্ত—আশ্চর্য্য তোমার লক্ষ্য! আর কতদিন এমন ক'রে আরো শিখবে?

একলব্য—বলা কঠিন।

বসন্ত—মা'র জন্যে, পিতার জন্যে, সঙ্গীদের জন্যেও তোমার প্রাণ কাঁদে না?

একলব্য—তোমার কাঁদে ভাই?

বসন্ত—কাঁদে না আবার? কতদিন তাঁদের দেখিনি! কত দিন আমার সেই শৈশবের কুঁড়েঘরটির কথা মনে পড়ে! কত সঙ্গী! তোমার প্রাণ কাঁদে না?

একলব্য—কাঁদে ভাই, কাঁদে। কিন্তু মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিয়েছি, যে-মাতাপিতার জন্যে তোর প্রাণ কাঁদে, তাঁদের অপমান যাঁরা করেছেন, তাঁদের শিক্ষা না দিয়ে—মন, এখান হ'তে বাহিরে মুখ দেখাবি না!

বসন্ত—আর কতদিনে শেষ হবে তোমার শিক্ষা?

একলব্য—শিক্ষার কি শেষ আছে ভাই! তুমি এবার বাড়ী যাও। আর তোমায় আমি ধ'রে রাখ্‌বো না। যাও বন্ধু!

বসন্ত—যাবার জন্যে সত্যই প্রাণ কাঁদে! কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেও ভয়ের অন্ত থাকে না।

একলব্য—সে-কথা কি তোমায় ব'লে বোঝাতে হবে? বন্ধুর সেবা মরণের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্মরণ থাকবে। তবু আজ তোমাকে ছেড়ে যেতে হবেই। বলো, যাবে? আমার অঙ্গ ছুঁয়ে বলো, যাবে?

বসন্ত—যাবো।

একলব্য—কি ভাবছো! আমার কষ্ট হবে? না, বন্ধু, আজ ছেড়ে যাবার সময় বুঝতে পারছি—এখনও আমার কঠোরতা শিক্ষা করা হয়নি! শেষ হ'লে তবে আমার পরীক্ষা আসবে।

বসন্ত—সেদিন আমি যদি উপস্থিত হতে না পারি?

একলব্য—পরীক্ষার ফল জান্‌তে পার্‌বে এ নিশ্চয়ই।

বসন্ত—আজ অনেক রাত হ'লো। ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, আমার কোলে মাথা দিয়ে নিদ্রা যাও। কাল ত' আর আমি তোমার সেবা করতে আসবো না—না, আর কোন কথা নয়, ঘুমোও।

[একলব্য বসন্তের কোলে শয়ন করিয়া রহিল। এক পথিক গান করিতে-করিতে প্রবেশ করিল]

গান— আমি পথহারা এক ছেলে।
মনের মানুষ দূরে ফেলে
এলাম বনে চলে।

তরু দিলে ফলছায়া,
ঝরণা-জলের অপার দয়া,
কেমন ক'রে এসব মায়া
কাটিয়ে যাবো চলে!
যাবার কথা মনে হ'লে
নয়ন ভাসে জলে।
ওরে মন, তবু যে সব, শেষের দিনে
যেতেই হবে ফেলে!

বসন্ত—ভাই! তুমি এই বনে থাকো?

পথিক—হাঁ। আজ আমি হঠাৎ এধারে এসে পড়েছি। কেন, তোমার কিছু বলবার আছে?

বসন্ত—আছে। তুমি একবার আমার এই বন্ধুর ঘুমন্ত মাথাটা কোলে নিয়ে বস্‌বে, আমি একটু আস্‌ছি। আমি যতক্ষণ না আসি তুমি ওর সঙ্গ ছাড়বে না বলো? [তথাকরণ]

পথিক—তুমি কোথায় যাবে ভাই?

বসন্ত—আমি ওর মাতাপিতার কাছে সংবাদ দিতে যাবো। বলো, ছাড়বে না?

পথিক—না। আমি বনে থাকি, ওকে খুব যত্নে রাখবো। তুমি যাও, তোমার কোন ভাবনা নেই।

বসন্ত—যাই—আসি। বন্ধু! [**প্রস্থান**

[পথিকের পুনরায় গান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শিক্ষাগার। সময়—দুপুর।

[দ্রোণাচার্য্য আসীন]

দ্রোণ—(স্বগত) দ্রুপদ! তুমি আমাকে অবহেলা করেছো, তার শাস্তি তোলা আছে। মনে করো না আমি ভুলে গেছি! সেই—সেই আগুন বুকে জ্বল্‌ছে। আমি দরিদ্র ব'লে আমায় উপেক্ষা! ভীম?

ভীম—আচার্য্য!

দ্রোণ—তোমার গদা শিক্ষা দেখে আমি পরম আনন্দ লাভ করেছি। কিন্তু তুমি একটু স্থূল হয়ে পড়ছো!

ভীম—আমার আহারে লোভ!

দ্রোণ—সে ভাল নয়! তোমাদের আমি ব্যায়ামের ব্যবস্থা করছি। আর সবাইকে ডাকো।

[ভীমের প্রস্থান ও অপর সকলকে লইয়া প্রবেশ]

দ্রোণ—তোমাদের সকলের অস্ত্র-পরীক্ষায় আমি পরম আনন্দ লাভ করেছি।

সহদেব—আমার অসি-চালনা কি সুন্দর হয়েছে আচার্য্য-দেব?

দ্রোণ—হ'য়েছে।

দুর্য্যোধন—আমার গদা শিক্ষা কি সম্পূর্ণ হ'য়েছে?—কালে আমি কি ঐ হস্তিদেহ ভীমকে পরাস্ত করতে সক্ষম হব?

ভীম—আমাকে হস্তিদেহ বল! আমি এক গদার ঘায়ে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব! [গদা উত্তোলন]

দ্রোণ—রাগ ও হিংসা মন্দ। দুর্য্যোধন, ভাইকে পরাস্ত ক'রে গৌরব নেই, শত্রুকে পরাজিত করায় কৃতিত্ব আছে। ভায়ে ভায়ে যে কোন কারণেই হোক কখন দ্বন্দ্ব করবে না!

ভীম—আমায় ক্ষমা করুন, আমার রাগ অত্যন্ত।

দ্রোণ—শিষ্যগণ! তোমাদের অস্ত্র পরীক্ষা কাল লওয়া হ'য়েছে। আজ তোমাদের সাহসের পরীক্ষা করা হবে। যাও, তোমরা সকলে বনে যাও এবং শিকার ক'রে আন।

দুর্য্যোধন—আচার্য্যদেব আমায়ও ক্ষমা করুন!

দ্রোণ—অতি সাবধানে শিকার ক্রীড়া করবে।

[আচার্য্যদেবের পদধুলি লইয়া সকলের প্রস্থান

অর্জ্জুন—গুরুদেব! পরীক্ষায় আপনাকে কি আমি আশাতীত রূপ সন্তুষ্ট করতে পেরেছি?

দ্রোণ—পেরেছ বৎস!

অর্জ্জুন—পৃথিবীতে আমি অপরাজেয় বীর হ'তে পারবো না একদিন?

দ্রোণ—[সামান্য চিন্তা করিয়া] পারবে! তোমার একাগ্রতা,

তোমার নিষ্ঠা আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি, তা অপূর্ব্ব—অমানুষিক।

অর্জ্জুন—আপনি চিন্তা করলেন কেন?—আপনার কি কোন—

দ্রোণ—না, কোন সন্দেহ নেই, তবে তোমাকে উত্তর দেবার সময় হঠাৎ আজ আর একজনকে মনে পড়ে গেল—

অর্জ্জুন—কাকে গুরুদেব?

দ্রোণ—সেই নিষাদ-বালক একলব্যকে।

অর্জ্জুন—তাকে কি আপনি ভয় করতে বলেন?

দ্রোণ—না। কিন্তু তার সেই ফিরে যাবার সময়কার বাণী আমার কানে আজ হঠাৎ বেজে উঠ্ছে—'আপনাকে গুরুপদে বরণ করে নিজ অধ্যবসায় ও সত্যনিষ্ঠার বলে আমি ক্ষত্রিয়েরও বড় হবো।'—এ কথা স্মরণে আসতেই হঠাৎ তোমায় 'অপরাজেয় বীর হবে' বল্‌তে আমার দ্বিধা এসেছিল!

অর্জ্জুন—তার যাবার সময়ের রাগের বাণীতেই আপনি—আজ বিচলিত হ'চ্ছেন?

দ্রোণ—তার বাণীতে বিচলিত হইনি। হয়েছি—তার প্রতি আমি নিজে অন্যায় করেছি বলে। সে আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না, আমার অন্যায়ই আমাকে পরাজিত করবে।

অর্জ্জুন—এই কি আপনার বিশ্বাস?

দ্রোণ—এ কেবল আমার বিশ্বাস নয়। এ ব্যাপার বিশ্বে

অহরহ হ'চ্ছে। বিশ্বে এতটুকু অন্যায়ও বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি পায় না। ধর্ম্মরাজের এ ন্যায়ের বিধান।

অর্জ্জুন—তাহলে কি বলতে চান সে আপনার শিষ্যদেরও পরাস্ত করবে? আপনাকেও পরাজিত করবে?

দ্রোণ—বিচিত্র কি?

অর্জ্জুন—সামান্য নিষাদ হ'য়ে—

দ্রোণ—সে ত নিষাদ নয়—তার শেষ বাণী কি মনে পড়ে না?

অর্জ্জুন—পড়ে—বলেছিলো—'আজ আমি ক্ষত্রিয় নয়, ব্রাহ্মণ নয়—নিষাদ নয়—আমি মানুষ—মানুষ!—'

দ্রোণ—মানুষের এর চেয়ে সত্য পরিচয় আর কি আছে?

অর্জ্জুন—তা যাই থাক আর নাই থাক। সামান্য একটা নিষাদ বালকের কথায়—আপনার এতটা বিচলিত হবার কারণ দেখি না।—সে আমার মত একজন বালক—আর আপনি জ্ঞানী প্রবীণ।

দ্রোণ—বালকই একদিন জ্ঞানী প্রবীণ হয় বৎস। বয়সের সত্য পরিচয়—সে মানুষকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের বয়স নেই।—যাও, তোমার কোন চিন্তা এবিষয়ে করবার নেই, যে অন্যায় আমি করেছি তার শাস্তি আমি ভোগ করবো। যাও, তুমি নির্ভয়ে মৃগয়া করতে যাও! আজ তোমাদের সাহস পরীক্ষা হবে। [অর্জ্জুনের প্রস্থান

দ্রোণ—দ্রুপদ! তুমি রাজা হ'য়ে দরিদ্রকে উপেক্ষা করেছ। তুমি যদি আমার হাতে শাস্তি পাও তবে আমিও যাকে অ-ক্ষত্রিয় নিষাদ বলে ঘৃণা করেছি তার শাস্তি কি নেই! আজ যেন মনে হ'চ্ছে নিশ্চয়ই আছে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—গভীর বন। সময়—দুপুর

[একলব্য গুরুমূর্ত্তির পূজায় রত।—এক মনে মূর্ত্তি ধ্যান।
দূরে কুকুরের বিরাট চীৎকার]

একলব্য—কে রে! আমার ধ্যান ভঙ্গ করে। নীরব বনানীর কোলে আমি একা আমার সাধনায় রত, কে দিলে গুরুধ্যান ভেঙ্গে? কার এত স্পর্দ্ধা? বনানীর কে শান্তি ভাঙ্গে?

[কুকুরের বিরাট চীৎকারে একলব্য ধনুঃশর লইয়া কয়েকটি বাণ
নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইল।]

প্রঃ-ব্যক্তি—(নেপথ্যে) কি আশ্চর্য্য! কুকুরটার এ দশা করলে কে?

দ্বি-ব্যক্তি—তাই ত ভাই! এ-ত ভারী আশ্চর্য্য, কে করলে!

তৃ-ব্যক্তি—আমি দেখেছি এদিক দিয়ে—বাণ এসেছে। চল এদিকে!

[ভীম দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রবেশ]

ভীম—দুর্য্যোধন—সহদেব দেখ দেখি ওদিকে কে যেন বসে রয়েছে না ?

সহদেব—তাই ত, একজন বালক যে !—কার মূর্ত্তি রেখে পূজা কর্‌ছে ! ঐ বালকই এ কাজ করেছে মনে হয়।

ভীম—আমারও অনুমান তাই।

দুর্য্যোধন—পার্শ্বে শরাসনও রয়েছে দেখছি।

ভীম—ওকে জিজ্ঞাসা কর যে ও-ই একাজ করেছে কিনা ?

সহদেব—হাঁ, তাই জিজ্ঞাসা কর।

ভীম—যদি ক'রে থাকে ত একবার দেখা যাবে ?

সহদেব—নিশ্চয়ই।

দুর্য্যোধন—বালক !

ভীম—ওহে বালক ! এবার যদি না উত্তর দাও ত এই গদার ঘায়ে (গদা আস্ফালন)।

একলব্য—কে আবার আমায় বিরক্ত করে ? আবার কি শরাসন ধরতে হবে ?

ভীম—আর হবে না, এই এক ঘা গদা খেলে আর হবে না।

একলব্য—কে আপনি, কেন আমার গুরুপূজায় বাধা দিচ্ছেন ?

ভীম—বাধা দেব না—গুরুপূজা শেষ করে দেব একেবারে।

একলব্য—বাক্য সংযত করুন।

ভীম—আমায় আবার চক্ষু লাল করে উত্তর দেওয়া, আমি ভারী রেগে যাই কিন্তু। তা আগে বলে দিচ্ছি কিন্তু—হ্যাঁ—হ্যাঁ।

একলব্য—আপনাদের সঙ্গে আমার বাক্যালাপ করবার সময় নেই। আপনারা যদি পুনরায় এরূপ অকারণে এই নিস্তব্ধ বনানীর শান্তি ভঙ্গ করেন তাহ'লে—ঐ সারমেয়ের মত আপনাদের সকলের রসনা সংযত ক'রে দিতে বাধ্য হব।

ভীম—এত স্পর্দ্ধা!

[রাগে অন্ধ হইয়া গদা লইয়া প্রহারে উদ্যত হইল। একলব্য ক্ষিপ্র-গতিতে ধনুঃশর লইয়া দাঁড়াইল। এমন সময় অর্জ্জুন আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল।]

অর্জ্জুন—ক্ষান্ত হও দাদা! বৃথা বলক্ষয় করা তোমাদের সাজে না। ক্ষত্রিয় তোমরা!

ভীম—এই বালক বলে কি না 'সারমেয়ের মত তোমাদের রসনা সংযত ক'রে দেব!' এত স্পর্দ্ধা ওর! জানে না বালক যে কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ও স্পর্দ্ধা করছে! পরিচয় পেলে চক্ষু ছানাবড়া হ'য়ে যাবে।

একলব্য—বাক্যে আমি পরিচয় চাই না। আমি পরিচয় চাই কার্য্যে।

ভীম—কার্য্যে! অর্জ্জুন, বাধা দিও না। সরে যাও সম্মুখ হ'তে। কার্য্যে তাকে পরিচয় দিচ্ছি যে আমরা ক্ষত্রিয়!

একলব্য—ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয়! আবার সেই কথা! সেই পুরাতন বাণী!

দুর্য্যোধন—কুরু-পাণ্ডব বংশের রাজপুত্র আমরা। আমরা সামান্য ক্ষত্রিয় নই।

একলব্য—বংশ পরিচয় আমি চাই না। আমি চাই অস্ত্র পরিচয়।

অর্জ্জুন—বালক! অস্ত্র পরিচয় আমাদের গুরুর কৃপায় যথেষ্ট আছে। ইচ্ছা কর ত তারও পরিচয় আমি দিতে কুণ্ঠিত নই।

একলব্য—জানি আমি অর্জ্জুন! তোমাদের যিনি গুরুদেব আমাকেও তিনি অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। চেয়ে দেখ কার মূর্ত্তি সামনে রেখে আমি শিক্ষা লাভ করেছি।

দুর্য্যোধন—সত্যই ত! এ যে আচার্য্যের মূর্ত্তি।

ভীম—তুমিই সেই নিষাদপুত্র?

একলব্য—হাঁ, ক্ষত্রিয় নন্দন! আমিই সেই একলব্য। মধ্যম পাণ্ডব! তোমাদের মনে পড়ে সে-ই দিন! যেদিন আমার বংশ পরিচয় শুনে অন্তরে অন্তরে ব্যঙ্গ করেছিলে?

ভীম—ব্যঙ্গ করিনি, আমি ঘৃণা করেছিলাম! তোমার স্পর্দ্ধা দেখে। আমি···

একলব্য—আজ আরো স্পর্দ্ধা আমার দেখ।—দেখি কে ক্ষত্রিয় নন্দন আছ সারমেয়ের মুখ থেকে বাণ খুলে নাও! দেখি তোমাদের কিরূপ বাণ শিক্ষা হ'য়েছে।

অর্জ্জুন—এস সবাই কুকুরটাকে খুঁজে তার মুখ থেকে বাণ বার ক'রে—এর স্পর্দ্ধার সমুচিত শাস্তি দেব।

ভীম—(যাইবার সময়) দেখ, তুমি যেন পালিয়ে যেও না। এই গদার আঘাতে তোমার মাথা গুঁড়ো ক'রে দেব। সহদেব, তুমি এখানে থাক।

একলব্য—ভীম, সহদেবের থাক্‌বার প্রয়োজন নেই, তোমরা ফিরে এলেই আমি সন্তুষ্ট হব।

অর্জ্জুন—নিষাদপুত্র, বার বার ভুলে যাচ্ছ আমরা ক্ষত্রিয়—প্রতিজ্ঞা করছি আবার এস্থানে ফিরে আস্‌বো। জয় হলেও আস্‌বো, পরাজয় হলেও আস্‌বো।

একলব্য—আমিও এখানে থাক্‌বো যতক্ষণ না তোমরা এস।

[সকলের প্রস্থান

একলব্য—কেবল বংশগত পরিচয় এতদিনে পেয়ে এসেছ আমার, কুরু-পাণ্ডব! আজ তোমাদের কর্ম্মের পরিচয় আমি দেব। একই গুরুর নিকট হ'তে শিক্ষা পেয়েছি আমরা। দেখি কার শিক্ষা সফল হ'য়েছে। [একাগ্রচিত্তে শরাভ্যাস]

গুরুদেব, এতদিনে শিক্ষার আজ পরীক্ষা এসেছে। এতদিনে সার্থক হবে আমার সাধনা। এতদিনে ধন্য হব আমি। আজ আমার শুভদিন—আজ আমার আনন্দের দিন। কি দক্ষিণা দেব গুরুদেব! আজ যে তুমি নীরব। আজ যদি তুমি সরব হ'তে কি আনন্দ আমার হ'তো। ঈশ্বর, আমার প্রার্থনা আমার অন্তরের কামনা—

দ্রোণ—একলব্য, চেয়ে দেখ!

একলব্য—একি ! সত্যই গুরুদেব এসেছেন ! গুরুদেব ! আজ কি আমার সত্যই আপনাকে গুরুদেব বলবার অধিকার হয়েছে ?

দ্রোণ—হয়েছে বৎস ! বৎস, অনুতপ্ত আমি !

একলব্য—অর্জ্জুন, ভীম, দুর্য্যোধন, মনে পড়ে আর একদিন ?

অর্জ্জুন—আমার অপরাধ হ'য়েছে। তোমায় আমি অপমান করেছি। আমায় ক্ষমা কর !

একলব্য—বৃথা কেন মনে ক্ষোভ রাখ ; আমরা দুজনেই যে একই গুরুর শিষ্য ! আমাকে আলিঙ্গন দাও, আমরা আজ হ'তে শিষ্য-ভাই। আমরা ক্ষত্রিয় নই—নিষাদ নই। (আলিঙ্গন প্রদান।—ভীমের নিকট অগ্রসর হইয়া) ভীম, লজ্জা কেন ভাই ! জয় পরাজয় ক্ষত্রিয়ের ভূষণ। আমি জান্‌তুম যে তোমরা কেউ-ই এ শব্দভেদী বাণ শিক্ষা করনি। তোমাদের স্পর্দ্ধার উপর এ বিষয়ে তাই স্পর্দ্ধা করেছিনু ; তার জন্য আমি নিজেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

দুর্য্যোধন—আজ অকপটে বলছি তোমায়, আমিই কেবল বিশ্বাস করতুম যে নিজের সাধনা বলেই মানুষ মানুষ হ'তে পারে। মানুষের বংশগত পরিচয়ই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। আজ আমি তোমায় সত্যই সখা বলে আলিঙ্গন করছি। আমার মনে ক্ষত্রিয় ব'লে এক্ষেত্রে একটুও অভিমান রাখিনি ; শেষ পর্য্যন্ত রাখ্‌বোও না। [আলিঙ্গন]

ভীম—(জনান্তিকে) অর্জ্জুন ! দুর্য্যোধন একলব্যকে তার দলে রাখ্‌তে চায় ।

অর্জ্জুন—আমি তার সে অভিপ্রায় পূর্ব্ব হ'তেই বুঝেছি ! গুরুদেব এর কোন—

দ্রোণ—ভয় নেই, অর্জ্জুন ! নিজের সাধনাকে জয় করতে তোমার আচার্য্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কঠিন কার্য্য করতেও প্রস্তুত হবে জেন ।—একলব্য !

একলব্য—গুরুদেব !

দ্রোণ—আমি তোমার একমাত্র অস্ত্র-শিক্ষা-দাতা বলে মনে অনুভব কর ?

একলব্য—শুধু অস্ত্র শিক্ষা নয় গুরুদেব ! আপনি আমায় ধৈর্য্য শিক্ষা দিয়েছেন—আপনি আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তে শিখিয়েছেন—আপনি আমার অন্তরে বল দিয়েছেন—প্রাণে সাহস দিয়েছেন, আপনি আমার কর্ম্মে প্রাণ দিয়েছেন। আপনিই আমায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন। আজ যা-কিছু আমার গৌরব, যা-কিছু আমার সাধনা তা আপনারই জন্য।

দ্রোণ—সত্য বল একলব্য !

একলব্য—মিথ্যা জানি না—গুরুদেব ! আপনার ঘৃণাও আমাকে উৎসাহ দিয়েছে ! আপনি আমার সব !

দ্রোণ—সার্থক তোমাকে শিষ্য পেয়ে। কিন্তু তোমার সাধনা ত সফল হবে না, যদি তুমি গুরুদক্ষিণা না দাও !

একলব্য—তা জানি, গুরুদেব ! এতদিন আমার গুরুদেব ছিলেন অন্তরে মূক। তিনি দক্ষিণা চান নি ; আজ গুরুদেব এসেছেন বাহিরে—তাঁর বাস্তব মূর্ত্তি নিয়ে। আজ তিনি মুখর। তিনি আজ যা আকাঙ্ক্ষা করেন তা দিতে এ দীন শিষ্য কুণ্ঠিত নয়। সে সৌভাগ্য ব'লেই মনে করবে।

দ্রোণ—তুমি দিতে পারবে যা আমি আকাঙ্ক্ষা করি ?

একলব্য—আমার যা সাধ্য তা আপনাকে আমার অদেয় নেই। যা আমার সাধ্যাতীত তা আমি কেমন ক'রে দেব গুরুদেব ?

দ্রোণ—আমিই বা তা চাইব কেন একলব্য ?

একলব্য—আপনি কি সত্যই নিষাদপুত্রের নিকট হ'তে দক্ষিণা চান ? এত সৌভাগ্য কি করেছি আমি ?

দ্রোণ—চাই ! সত্যই চাই ! আজ তুমি নিষাদ নও, আজ তুমি শিক্ষায় ক্ষত্রিয়ের চেয়ে কোন অংশে ছোট নও।

একলব্য—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) গুরুদেব ! গুরুদেব ! আজ আমার বড় শুভদিন। আজ আমার বড় আনন্দ—বসন্ত ! বসন্ত ! আজ তোমরা কোথা ভাই ! শুনে যাও, গুরুদেব বল্‌ছেন—নিষাদ আজ শিক্ষায় ক্ষত্রিয়ের চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়। (অতিশয় আগ্রহে) গুরুদেব ! কি দক্ষিণা আশা করেন আপনি ? আমি শুনেছি আপনার শ্রীমুখে যে দক্ষিণা না দিলে শিক্ষা বা সাধনা সফল হয় না। যে সাধনার জন্য, শিক্ষার জন্য আমি

নিজেকে নির্ব্বাসিত করেছি—পিতার স্নেহ হ'তে—মাতার কোল হ'তে ; তুচ্ছ করেছি রৌদ্র, শীত, জীবজন্তুর ভয়—অনাহার, মৃত্যু পর্য্যন্ত তুচ্ছ করেছি—বিফল হ'তে দেব না সে সাধনা। মানুষ হ'তে চাই যখন আমি সত্যই মানুষ। আমি দেব, আমি দেব, প্রতিজ্ঞা করছি তা সে যতই কঠিন হোক্ !—আমি দেব।

দ্রোণ—আমি চাই—

একলব্য—দ্বিধা কেন গুরুদেব ! কি আপনার কাম্য বলুন !

দ্রোণ—তোমার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কেটে দাও।

একলব্য—গুরুদেব !—এতো কঠোর ! এতো নির্ম্মম ! না—না—গুরুদেব ! অন্য কিছু—

দ্রোণ—এই তোমার গুরুভক্তি !

একলব্য—গুরুভক্তি ! গুরুভক্তি ! কি জানবেন গুরুদেব ! এতদিন এই নির্জ্জন গহন বনে শুধু আপনার মূর্ত্তি, শুধু আপনার মূর্ত্তি ধ্যান করেছি। জন্মদাতা পিতাকে ভুলেছি। স্নেহময়ী মাতাকে ছেড়েছি ! নিজেকে নির্ব্বাসিত করেছি—জন্মভূমি থেকে। কার জন্যে ? কিসের সাধনায় ? সব ব্যর্থ ক'রে দেবেন গুরুদেব !—আপনার এ প্রার্থনা নয়—কেবল রহস্য।

দ্রোণ—রহস্য নয়। সত্য ইহা।

একলব্য—সত্য ইহা ! নিষাদ বলে এতটুকু দয়া নেই হৃদয়ে ?—অর্জ্জুন, ভীম, ধন্য ক্ষত্রিয় ! ধন্য গুরুদেব ! বেশ, দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেব। আজ সার্থক আমার সাধনা !

আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছে। এই গ্রহণ করুন গুরুদক্ষিণা—গুরুদেব! (অসি দিয়া নিজের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিল। সকলে অস্ফুট স্বরে চীৎকার করিয়া মুখ ফিরাইল)। দেখুন গুরুদেব! ক্ষত্রিয় শোণিত আর ব্যাধের শোণিতে পার্থক্য কোথায়? [বসন্তের বেগে প্রবেশ] এই দিকে—এই দিকে।

বসন্ত—বন্ধু! বন্ধু! একি! কে করেছে তোমার এ দশা? বল শীঘ্র ক'রে—এখনও জীবিত আমি।

একলব্য—আমি নিজে করেছি। গুরুপদে দিয়েছি আমার সকল সাধনা।

বসন্ত—রক্ত কেন! ক্ষত্রিয় অন্যায় কৌশলে নিয়েছে?

একলব্য—গুরুদেব ভেবেছিলেন যে ক্ষত্রিয়ের শোণিতে আর নিষাদের শোণিতে পার্থক্য আছে।—আমি আমার আঙ্গুল কেটে দেখিয়ে দিয়েছি—পার্থক্য নেই। সব শোণিতই এক। এই দেখুন গুরুদেব বর্ণ এক, শব্দ এক, তেজ এক—এক সব।

[বসন্তের প্রতি] চল ফিরে যাই। চল ফিরে যাই।—গুরুদেব!—আমার শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা রইল আপনার চরণতলে। চেয়ে দেখুন, গুরুদেব, চেয়ে দেখ ক্ষত্রিয়, আজ দেখ বিশ্বের মানব, ঐ রক্তধারা যেন বল্‌ছে—যুগে যুগে সাক্ষ্য দিবে বল্‌বেও—আমি ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, নিষাদ নয়, আমি আজ মানুষ—মানুষ। রক্তে ভেদ নেই। [বেগে প্রস্থান

বসন্ত—বন্ধু! ফের—ফের, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ কৌশলে, বলে এমন করে শাস্তি দিয়েছে বারে বারে; তার শাস্তি দিয়ে যাও ভাই! ও ত্যাগে কি শাস্তি হবে?

নেপথ্যে—একলব্য—হবে এই সহ্য···এই অহিংসায়! তুমি এস বন্ধু!

(বসন্ত চলিয়া গেল; সকলে শিহরিয়া উঠিল)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বনপথ। সময়—ব্রাহ্মমুহূর্ত।

[নিষাদ বালকগণ একলব্যকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিল]

গান— তোমার জয় বিশ্বময়! তোমার জয় বিশ্বময়!
বিশ্ববাসী পেয়েছে আজ তোমার সত্য পরিচয়।
তোমার সেবা তোমার ত্যাগে
বিশ্ব শিরায় কাঁপন লাগে
ছোট বড় সবাই জাগে
ফেলে দিয়ে ভেদের ভয়।
মালা দিলাম তোমার গলে;
আজ তুমি যে শিক্ষা দিলে
মানুষ সে তার শিক্ষা-বলে
কেমন ক'রে মানুষ হয়।

মানুষের গড়া মিছে ব্যবধান,
হ'য়ে যাক সব লয়।
মানুষের ভাই মানুষ আমরা—
এ মন্ত্র হোক মানুষের প্রাণে
আজ অমর অক্ষয়।

[নৃত্য ও গীতের তালের মাঝে মাঝে তাহারা একলব্যের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে লাগিল। সেই ক্ষত রক্তধারার টিকা তাহারা পরস্পরকে পরাইয়া দিতে লাগিল। পরস্পরে রাখি বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

এ মিলনের উৎসবের মধ্যে ধীরে ধীরে যবনিকা পতন হইবে।]

—যবনিকা-